দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২২/৬/৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

038

প্রশ্নোত্তর

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয় বিবেচনাধীন

(স্টাফ রিপোর্টার)

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) সারা দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে।

সোমবার সংসদে জনাব এ বি এম তালেব আলীর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন একথা জানান।

তিনি জানান যে, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অর্থ ও সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রসঙ্গে

একই সদস্যের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান যে, কুদ-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

প্রশ্নোত্তর

(১-এর পৃঃ পর)

রত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কিছু কিছু সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা বিষয়ক ওয়ার্কশপ

জনাব আসাদুজ্জামানের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে শিক্ষা বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের জন্য সর্বমোট সাড়ে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান যে ঢাকা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ওয়ার্কশপের জন্য বরাদ্দকৃত ৯৫ হাজার টাকার মধ্যে ৬৯ হাজার পাঁচশ ৫২ টাকা ১৫ পয়সা খরচ হয়েছে। ওয়ার্কশপের সকল সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং গ্রহণযোগ্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রশ্নোত্তরকালে জানান যে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। এখন কেবল স্থান নির্বাচন বাকী।

পিটিআই ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেকার

জনাব লুৎফর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে দেশে পিটিআই ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেকার লোকদের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। পিটিআই সার্টিফিকেট কোর্সে যারা ভর্তি হন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই কর্মরত শিক্ষক। মাত্র শতকরা ২০ জন বহিরাগত। সার্টিফিকেটধারী বহিরাগতগণকে প্যানেলভুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্যানেলভুক্তি সংক্রান্ত দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান যে ১৯৭৩ হতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মোট ৩৬ হাজার ৬ শ ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।